প্রথম আলো

তারিখ ... 17 MAY 2017
পৃষ্ঠা ১০ ... ২

উপাচার্য নেই, সংকটে ১৯ মেডিকেল কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিন শীর্ষ পদই শূন্য

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য না থাকায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১৯টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা ও একাডেমিক কাজে সংকট তৈরি হয়েছে। উপাচার্যের সইয়ের অভাবে এমবিবিএসের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফল প্রস্তুত হলেও প্রকাশ হচ্ছে না। এ কারণে নতুন ব্যাচের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা হাসপাতালে যোগ দিতে পারছেন না। অথচ বিদায়ী ব্যাচের ইন্টার্নশিপ শেষ হয়ে গেছে। ফলে ওই সব হাসপাতালে চিকিৎসাসেবা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অন্যদিকে উপাচার্যের অনুমতির অভাবে মেডিকেলের তিনটি শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ২ মে থেকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের 'প্রফেশনাল এক্সামিনেশন' শুরুর কথা ছিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী উপাচার্য মুহম্মদ মিজানউদ্দিন ও সহ-উপাচার্য অধ্যাপক চৌধুরী সারওয়ার জাহানের মেয়াদ শেষ হয়েছে গত ১৯ মার্চ। কিন্তু এই এত দিনেও গুরুত্বপূর্ণ এই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া যায়নি। সম্প্রতি কোষাধ্যক্ষের পদটিও শূন্য হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ১৯টি সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। প্রায় এক মাস আগে কলেজগুলোর শিক্ষার্থীদের 'ফাইনাল প্রফেশনাল এক্সামিনেশন' শেষ হয়েছে। কিন্তু উপাচার্যের সই না পাওয়ায় ফল আটকে আছে। ফল ঘোষণা হলেই এই শিক্ষার্থীরা ওই সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইন্টার্ন চিকিৎসক হিসেবে কাজে যোগ দিতে পারেন।

এদিকে ২ মে থেকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরোনো ব্যাচের ইন্টার্নশিপ শেষ হয়ে গেছে। দু-এক দিন আগে-পরে অন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরোনো ব্যাচের ইন্টার্নশিপও শেষ হওয়ার কথা। এ রকম পরিস্থিতিতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ কয়েকটি হাসপাতাল স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কিছু ইন্টার্ন চিকিৎসক ও 'মিড লেভেলের' চিকিৎসকের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী এই ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা মাত্র এক সপ্তাহের জন্য সেবা দিতে সম্মত হয়েছেন। এই প্রক্রিয়ায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় সমস্যা হচ্ছে। কারণ ইন্টার্ন চিকিৎসকেরাই হাসপাতালের জরুরি অনেক চিকিৎসাসেবা দিয়ে থাকেন। বগুড়া মেডিকেল কলেজের উপাধ্যক্ষ রেজাউল আলম গত শুক্রবার *প্রথম আলোকে* বলেন, বিদায়ী ইন্টার্ন চিকিৎসকদের স্বেচ্ছাশ্রমের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো কেউ নাম দেননি। কেউ স্বেচ্ছাশ্রমে সেবা দিতে সম্মত না হলে দুর্ভোগ দেখা দিতে পারে। দিনাজপুর মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ কামরুল আহসান বলেন, তাঁরা কিছু ইন্টার্ন চিকিৎসককে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে দায়িত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা মাত্র এক সপ্তাহ কাজ করতে সম্মত হয়েছেন।

এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এই তিন পদ পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে। সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক রুহুল আমিনের সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এই অনুরোধ জানিয়ে বলা হয়, এই তিন পদ শূন্য থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইন গতকাল শনিবার *প্রথম আলোকে* বলেন, নিয়োগের জন্য আচার্য ও রাষ্ট্রপতির বরাবর সারসংক্ষেপ পাঠানো হয়েছে। তাঁরা আশা করছেন যেকোনো সময় এই নিয়োগ হয়ে যাবে।